RNI : WBBEN/2005/16384

খেলার খবর

আজ ডার্বি দিয়ে ডুরান্ড শুরু

ডার্বির আগে হাবাসের বার্তা

‘বাগান নিয়ে আর কোনও আবেগ নেই’

অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা: একদিকে বিনিয়োগকারী হিসেবে ইমামির সঙ্গে যাওয়া, নতুন স্পনসরের খোঁজ, আর্থিক অনিশ্চয়তা, পুরো দল এখনও না পাওয়া এবং মাত্র পাঁচ দিনের প্রস্তুতি। এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই আজ ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে চলেছে গত মরসুমের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। তবে একাধিক প্রতিকূলতার মাঝেও লাল-হলুদের সবচেয়ে বড় ভরসা কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ভারতের অন্যতম সফল বিদেশি কোচ হিসেবে ডার্বিতে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যের রেকর্ডই আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল শিবিরকে।

ডার্বির আগে সাংবাদিক বৈঠকে হাবাস স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অতীতের মোহনবাগান অধ্যায় এখন তাঁর কাছে ইতিহাস। তিনি বলেন, ‘আমি অতীত নিয়ে ভাবি না, সামনে তাকাই। মোহনবাগানের সমর্থকদের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, কিন্তু সেটা এখন অতীত। আমার মধ্যে কোনও আবেগ নেই। এটা পেশাদার ফুটবলের দুনিয়া।’

প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা মাত্র পাঁচ দিন অনুশীলন করেছি। এই জোয়াড নিয়ে আমি খুশি। তরুণ ফুটবলাররা ভালো উন্নতি করছে। জাতীয় দলের যাঁরা আছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল। দানিস-সহ কয়েকজনকে পুরো ম্যাচ ফিট হতে আরও প্রায় ১৫ দিন সময় লাগবে।’

হাবাসের মতে, ডুরান্ড কাপ ও আইএসএল সম্পূর্ণ আলাদা প্রতিযোগিতা। তাই দলকে কৌশলগত ও মানসিক-দুই দিক থেকেই প্রস্তুত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘এটা আইএসএল নয়। আমরা ট্যাকটিক্যাল ও মেন্টাল-দুই দিক নিয়েই কাজ করছি।’

ভারতীয় ফুটবলের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্প্যানিশ কোচ। ২০১০ সালের স্পেন দলের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ‘যে প্রক্রিয়ায় স্পেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেই একই দর্শনে তারা আবারও সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলে সেই ধারাবাহিক উন্নতি হয়নি। ক্লাবগুলির আর্থিক সংকট রয়েছে, জাতীয় দলও খুব বেশি ম্যাচ খেলে না।’

অন্যদিকে, দলের মিডফিল্ডার জিকসন সিং জানিয়েছেন, আগের মরসুমের সাফল্য ধরে রেখেই নতুন মরসুম শুরু করতে চায় ইস্টবেঙ্গল। তাঁর কথায়, ‘চ্যাম্পিয়ন হওয়া একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। আমরা আগের মরসুমের মতোই মানসিকতা নিয়ে নামছি, যাতে আরও বেশি ট্রফি জিততে পারি। বিদেশি ফুটবলাররা পরে এলেও আমরা আগে থেকেই ভালো প্রস্তুতি নিয়েছি।’ ডার্বিকে ভারতীয় ফুটবলারদের জন্য বড় মঞ্চ বলেও মনে করছেন জিকসন। তিনি বলেন, ‘এই ম্যাচ ভারতীয় ফুটবলারদের নিজেদের প্রতিভা দেখানোর বারুদ সুযোগ। গত মরসুমে আমরা ট্রফি জিতে সমর্থকদের আনন্দ দিতে পেরেছি। এবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই। মরসুমের শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গলকে ফেভারিট হিসেবে দেখা হবে।’

একাধিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও ডার্বির মঞ্চে হাবাসের অভিজ্ঞতা ও ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাসই এখন ইস্টবেঙ্গলকে যোগাচ্ছে শক্তি। আজ ডুরান্ড ডার্বিতেই তার প্রথম পরীক্ষা।

‘চাপ নয়, ডার্বিই বাড়তি প্রেরণা’

আত্মবিশ্বাসী মোহনবাগান কোচ প্যানোস

সুখবর ব্যুরো, কলকাতা: পাঞ্জাব একসি থেকে এসে দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহনবাগানের দায়িত্ব নেওয়া। তার উপর কলকাতা ডার্বি দিয়েই নতুন অধ্যায়ের সূচনা। স্বাভাবিকভাবেই চাপ থাকার কথা। তবে ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনী ম্যাচের আগে সেই চাপকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ মোহনবাগানের নতুন গ্রিক কোচ প্যানোস। তাঁর কথায়, ডার্বি চাপ নয়, বরং বাড়তি প্রেরণা। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে প্যানোস বলেন, ‘যেভাবে আমাকে স্বাগত জানানো হয়েছে, তার জন্য সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাই। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে পারাটা দারুণ ব্যাপার। আমি মোহনবাগানের ইতিহাস জানি। এই ম্যাচ দিয়েই কলকাতায় আমার যাত্রা শুরু হচ্ছে, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।’ ডার্বিতে প্রতিপক্ষ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তা এড়িয়ে যান তিনি। স্পষ্ট বলেন, ‘হাবাসকে নিয়ে কিছু বলব না। ফুটবল ১১ জন বনাম ১১ জনের খেলা। আমি আমার ফুটবলারদের উপরই ভরসা রাখছি।’

নতুন দলে অল্প সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে নামলেও আত্মবিশ্বাসী বাগান কোচ। তাঁর কথায়, ‘দুই-তিন দিনের মধ্যে ডার্বির মতো ম্যাচের প্রস্তুতি নেওয়া কঠিন। তবু আমরা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছি। সবাই জানে এই ম্যাচের গুরুত্ব। ফুটবলাররা খুব ভালোভাবে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ভালো ম্যাচ হবে বলেই আশা করছি এবং আমরা জয় নিয়েই মাঠ ছাড়তে চাই।’ নিজের ফুটবল দর্শন নিয়েও খোলামেলা ছিলেন প্যানোস। তিনি বলেন, ‘আমি আক্রমণাত্মক ও পাসিং ফুটবলে বিশ্বাস করি। তবে তিন দিনের মধ্যে কোনও দলকে নিজের দর্শনে পুরোপুরি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আশা করছি, ম্যাচে সেই ফুটবলের কিছুটা ঝলক দেখা যাবে।’

ডার্বিকে আলাদা গুরুত্ব দিতে নারাজ গ্রিক কোচ। তাঁর বক্তব্য, ‘আমার কাছে সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। ডার্বির আগে যেমন ভাবনা নিয়ে ঘুমাতে গিয়েছি, অন্য ম্যাচের আগেও ঠিক একইভাবে ভাবি।’ দলের প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্ট প্যানোস জানান, ‘আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। দলে কোনও চোট-আঘাত নেই। শেষ অনুশীলনের পর প্রথম একাদশ ঠিক করব। আমার দলে দেশের সেরা ভারতীয় ফুটবলাররা রয়েছে। তাই আমি আত্মবিশ্বাসী।’

কলকাতার ফুটবল আবহও আলাদা করে টানছে তাঁকে। পঞ্চাশ-ষাট হাজার দর্শকের সামনে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা আগে না থাকলেও সেটাকেই নিজের কাছে অতিরিক্ত অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখছেন তিনি। ‘এত বড় দর্শকসমাগমের সামনে আগে কোচিং করাইনি। আমার কাছে এটা বাড়তি মোটিভেশন,’ বলেন মোহনবাগান কোচ। ডার্বির উভাপের মধ্যেও তাই চাপ নয়, আত্মবিশ্বাস আর ইতিহাসকে মানসিকতাকেই সঙ্গী করে প্রথম বড়ো পরীক্ষায় নামতে প্রস্তুত সবুজ-মেরুনের নতুন কোচ।

শুরু হল কমনওয়েলথ

গ্লাসগো: স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় চলা ২৩তম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের শুরুটা ইতিবাচক। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে পুরুষদের ৫০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন শ্রীহরি নটরাজ। হিটে ২৫.৫২ সেকেন্ড সময় নিয়ে তিনি ১৬ জনের মধ্যে ১৪তম স্থানে শেষ করেন। অন্যদিকে, পুরুষদের এস১৩ ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল প্যারা সাঁতারে রবি বীরা ভেঙ্কট বুদিগিনা ও আলী ইমাম ফাইনালে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এর আগে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্লাসগোয় শুরু হয়েছে ১০ দিনব্যাপী এই ক্রীড়া আসর। ওভিও হাইড্রো অ্যারেনায় গেমসের উদ্বোধন করেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস। উপস্থিত ছিলেন রানি ক্যামিলা, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড্রি বার্নহাম এবং কমনওয়েলথ স্পোর্টের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড রুকারা। ৭৪টি দেশের ক্রীড়াবিদ এই আসরে অংশ নিচ্ছেন।

রবিবারীয়

সুখবর ■ ২৯ জুলাই ২০২৬ ■ রবিবার

৮ পাতার কাগজের মধ্যেই এখন ২ পাতা রবিবারীয়

এবারের বিষয়

শতাধিক বছর পর দক্ষিণেশ্বরে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

আজ থেকে প্রায় ১৭১ বছর আগে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন ১৮৫৫ সালের ৩১ মে রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির। সেই শুভ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন তরুণ গদাধর চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাদা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তবছর আগে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণেশ্বরে আর এবছর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ মন্দির। এই মহতী উদ্যোগ নিয়ে লিখছেন ড. কুমারেশ চক্রবর্তী

ফিচার
বাঙালির আত্মপরিচয়ের পীঠস্থান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
—ডাঃ গৌতমকুমার ভদ্র

বিশেষ প্রতিবেদন
শিলঙের ব্লকসাইড রবীন্দ্র বাংলো সেজে উঠছে

অণুগল্প
ভালোবাসা —শাশ্বত চক্রবর্তী

গল্প
সংস্কারের আড়ালে —সুব্রত দেব

কবিতা
তন্ময় মণ্ডল, দীপ্র দাসচৌধুরী
তন্ময় কবিরাজ, হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্জাব নেশনাল বাঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কেল অফিস- এসএএম, কলকাতা দক্ষিণ, ইউনাইটেড টাওয়ার (নবম তল), ১১ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১, ই-মেল : cokolsouthsam@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিওরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ সহ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(৬) রুল অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তিগুলি বৈদ্যুতিন নিলামে বিক্রির বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহণকারী (দের) ও জামিনদার(দের) উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সিকিওরড ক্রেডিটরের কাছে বন্ধকী/ চার্জড দায় নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যেটি সিকিওরড ক্রেডিটর / ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃপ্রাপ্তিচিহ্ন / নিষ্ক্রিকরণ / সিম্বলিক ভাবে অধিগ্রহণ করে নিয়েছে সেটি “যেখানে যেমন সেখানে তেমন”, “যেটা যেমন সেটা তেমন” ও “এটি যেমনই হোক”-এই ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক / সিকিওরড ক্রেডিটরের কাছে উক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহণকারী (দের) এবং জামিনদার(দের) থেকে বকেয়া পুনরুদ্ধার করতে বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট মূল্য ও অগ্রিম জমা দেওয়ার মূল্য নিচে প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হল।

সিকিওরড সম্পত্তিগুলির বিবরণ

ক্র নং	শাখার নাম / অ্যাসাইন্মেন্ট নাম / ঋণগ্রহণকারী গণ / জামিনদার গণের অ্যাকাউন্ট সহ নাম ও ঠিকানা	বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি গুলির) বন্ধকদারগণ ও অগ্রিগ্রহণ) অঞ্চলে, প্রাঙ্গণাংশ	(ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ (খ) বকেয়া মূল্য (গ) দখলের তারিখ (ঘ) দখলের ধরন (ঙ) ডিমান্ড অফ্যাক্ট	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি এর শেষ তারিখ) গ) বিড ইনক্রিস মূল্য ঘ) নিলামের তারিখ ও সময় ঙ) দাবি জমা অংক
১.	শাখা : আনিপুর ফেজেল (১৪১২০৬) মি. প্রদীপ প্রমার ম ১১৪/৬ সি, টিভিপাড়া রোড, কলকাতা- ৭০০০২৭ ও ১২১/১ প্রথাম মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০২১ কার্ডিক চ ভট্টাচার্য (জামিনদার) ১০৫ টেলর রোড, পোঃ- কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫ এ/সি : ১৪২০০৯৫৮৮৮০০৪১৩১ প্রপার্টি আইডি : PUNBPRADIPKSHAW	সুনীল অ্যাপার্টমেন্ট নামক ফ্লিট ৩ তল বিশিষ্টরোর সেকেন্ড ফ্লোরে কমবেশি ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা যুক্ত ফ্ল্যাট নং ৯ এর (দুই) বেডরুম, ১(এক) ডাইনিং রুম, ১(এক) কিচেন, ২(দুই) টয়লেট, ১(এক) বারান্দাসহ সমস্ত আর সহ ৬ কাঠা ১০ ছটাক এলাকা যুক্ত উক্ত জমির সমসংপাতিক শেয়ার, যেটি চৌহিদ নং- ১৩ থেকে ৪, ৬৮ থেকে ১০, ১২ থেকে ১৯, ৫, জেরাত নং- ১১, আরএস খতিয়ান নং- ৮৫, আরএস খতিয়ান নং- ৮৭৭১১৫, দাগ নং- ৫৩৬, ১৫/১, প্রথাম মুখার্জি রোড, থানা- সরশুনা (পূর্বে ঠাকুরপুকুর), কলকাতা- ৭০০০৬১-তে ২০০৪ সালের ডিড নং- ২০৪৭ অনুযায়ী শ্রী প্রদীপ কুমার ম এর নামে রয়েছে। স্থান: ২২.৪৭৭৮১৫, দ্রাঘি: ৮৮.৩০৩৮১১	(ক) ১৫.০৫.২০২২ (খ) ৩০,০৪,২০২২ তারিখের হিসাবে ৩০,৯৪,৯৬৯.৯৯ টাকা + প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ (গ) ১৫.০৬.২০২৩ (ঘ) ফিজিক্যাল পজেশন (ঙ) যোগাযোগ : অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি ৯৯৭৪১৭১৬৮৪	(ক) ১৫,৫৪,০০০/-টাকা (খ) ১,৫৫,২০০/-টাকা (২৪.০৬.২০২৬) গ) ১০,০০০.০০/-টাকা (ঘ) ২৪.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা (ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাতব্য নয়
২.	শাখা : বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০১৬৫২০) মিসেস অবন্তী দে আরডিএফ-৩৫, ফ্ল্যাট নং ৩০২, কৃষ্ণকুঞ্জ, স্ট্রিট নং- ০৫, মহাবীর এনক্লেভ, নিউ দিল্লি, ১১০০৪৫ মি. অরুণাচল দে (জামিনদার) এ/সি : ০০৭৪৫০০৫০০০৪৮ প্রপার্টি আইডি : PUNBABANTIDEY01	বন্ধকী সম্মত্তর সম্পত্তি ল্যারিকা টাউনশিপ নামক হাউসিং প্রোজেক্টের আনুমিত সুযোগ-সুবিধা সহ ফ্লোর ফ্লোরে (ডিফল্ট আছে) বিল্ডিং নং- বি১৪ এর কমবেশি ৪৪৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ এক নিজস্ব ফ্ল্যাট নং- ৫০৬ এর এক বেডরুম, এক ডাইনিং/লিভিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক পুজো রুম ও এক বারান্দাসহ সহ হোল্ডিং নং- ২১৫/এ, মৌজা- বাদুরিয়া উত্তর (টেলিফোনো), পোঃ- নবগন্ধী, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং- ০৫, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, কলকাতা- ৭০০১২৬-এ সম্পত্তিটি ২০১৯ সালের ডিড নং- ।-০৭৮৩১ অনুযায়ী সিসেস অবন্তী দে, স্বামী- অরুণাচল দে'র নামে রয়েছে। স্থান-অ: ২২.৭৩৩৮০, দ্রাঘি: ৮৮.৪৬১৭৯	(ক) ১৯.০১.২০২৩ (খ) ৩১.১২.২০২৪ তারিখের হিসাবে ১৪,৮২,২৩৪.১৩ টাকা (উক্ত আনাউন্ট) + প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ (গ) ১৭.০৪.২০২৫ (ঘ) সিম্বলিক পজেশন (ডিএম ফেলাউট হয়েছে) ফ্যাক্টরশান্ট বিক্রি করতে ইচ্ছুক (ঙ) যোগাযোগ : প্রসেনজিৎ চৌধুরি ৯৮৩১৩৬৮৯৫৪	ক) ৬,৪০,০০০/-টাকা খ) ৬৪,০০০ /-টাকা (২৪.০৮.২০২৬) গ) ৫,০০০.০০/-টাকা (ঘ) ২৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা (ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাতব্য নয়
৩.	শাখা : বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০১৬৫২০) মিসেস অবন্তী দে আরডিএফ-৩৫, ফ্ল্যাট নং ৩০২, কৃষ্ণকুঞ্জ, স্ট্রিট নং- ০৫, মহাবীর এনক্লেভ, নিউ দিল্লি, ১১০০৪৫ মি. অরুণাচল দে (জামিনদার) এ/সি : ০০৭৪৫০০৫০০০৪৯ প্রপার্টি আইডি : PUNBABANTIDEY02	বন্ধকী সম্মত্তর সম্পত্তি ল্যারিকা টাউনশিপ নামক হাউসিং প্রোজেক্টের আনুমিত সুযোগ-সুবিধা সহ ফ্লোর ফ্লোরে (ডিফল্ট আছে) বিল্ডিং নং- বি১৪ এর কমবেশি ৪৪৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ এক নিজস্ব ফ্ল্যাট নং- ৫০৬ এর এক বেডরুম, এক ডাইনিং/লিভিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক পুজো রুম ও এক বারান্দাসহ সহ হোল্ডিং নং- ২১৫/এ, মৌজা- বাদুরিয়া উত্তর (টেলিফোনো), পোঃ- নবগন্ধী, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং- ০৫, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, কলকাতা- ৭০০১২৬-এ সম্পত্তিটি ২০১৯ সালের ডিড নং- ।-০৭৮৩৪ অনুযায়ী সিসেস অবন্তী দে, স্বামী- অরুণাচল দে'র নামে রয়েছে। স্থান-অ: ২২.৭৩৩৮০, দ্রাঘি: ৮৮.৪৬১৭৯	(ক) ১৯.০১.২০২৩ (খ) ৩১.১২.২০২৪ তারিখের হিসাবে ১৪,৮২,২৩৪.১৩ টাকা (উক্ত আনাউন্ট) + প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ (গ) ১৭.০৪.২০২৫ (ঘ) সিম্বলিক পজেশন (ডিএম ফেলাউট হয়েছে) ফ্যাক্টরশান্ট বিক্রি করতে ইচ্ছুক (ঙ) যোগাযোগ : প্রসেনজিৎ চৌধুরি ৯৮৩১৩৬৮৯৫৪	ক) ৬,৪০,০০০/-টাকা খ) ৬৪,০০০ /-টাকা (২৪.০৮.২০২৬) গ) ৫,০০০.০০/-টাকা (ঘ) ২৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা (ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাতব্য নয়
৪.	শাখা : বাদরপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০) মি. রাজু মন্ডল, পিতা- জীবেন মন্ডল, ৪৯, সিমানাপল্লী, থানা- সাজনপুর, কলকাতা- ৭০০০৫২ এ ১৫, নারকেলবাগান, গড়িয়া, থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৮৪ এ/সি : ০১৩৩৫০০৫০০০১২ প্রপার্টি আইডি : PUNBRAJUMONDAL	"শরণ্যা" নামক তিন তল বিশিষ্টরের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রিয়ার পোরসপেস কমবেশি ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা যুক্ত এক নিজস্ব ফ্ল্যাটসহ ফ্ল্যাট নং- ০১ এর ৩ বেডরুম, ১ ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, অঝুমি ও এক বারান্দার সমস্ত আর সহ ৩ কাঠা ১১ ছটাক ৩১ বর্গফুট এলাকা যুক্ত জমির সমসংপাতিক অবিভক্ত শেয়ার, যেটি মৌজা- কামতাহাটি, জেরেত নং- ৪৯, চৌহিদ নং- ১৪, আরএস দাগ নং- ৪৩৯/১৪৪৭, আরএস খতিয়ান নং- ৭২৬, সিএস দাগ নং- ৪৩৯, সিএস খতিয়ান নং- ৫২৬, জেরেমনি ওয়ার্ড নং- ১১, মেসিসেস নং- ৬০, নারকেল বাগান (চিটির টিকানা- এ১৫, নারকেল বাগান), গড়িয়া, থানা- বাঁশদ্রোণী (পূর্বে রিজেন্ট পার্ক), কলকাতা- ৭০০০৮৪-তে মি. রাজু মন্ডল, পিতা- জীবেন মন্ডলের নামে ২০১২ সালের ডিড নং- ।-৩১৪৬ অনুযায়ী এডিএসআর- আলিপুর, প.ব.-তে রয়েছে। স্থান-অ: ২২.৪৬৩৭৫৬, দ্রাঘি: ৮৮.৩৭৬১৭৭	(ক) ০৬.১২.২০২১ (খ) ৩১.০৫.২০২৫ তারিখের হিসাবে ১,৩৭,৬৯,৬৯৬.০০ টাকা + প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ (গ) ৩১.০৬.২০২৩ (ঘ) সিম্বলিক পজেশন (ডিএম অর্ডার প্রাপ্ত, পুলিশ কষ্ট জমা দেওয়া হয়েছে) (ঙ) যোগাযোগ : অরূপ চক্রবর্তী ৯২৯০৩৬২৫২৮	ক) ১৩,৫৫,০০০/-টাকা খ) ১,৩৫,৫০০ /-টাকা (২৪.০৮.২০২৬) গ) ১০,০০০.০০/-টাকা (ঘ) ২৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা (ঙ) এসএ/২৫২/২০২২ ডিআরটি, ।।। কলকাতা
৫.	শাখা : মুরুগপুর (২২১২২০) মুম্বয় নস্কর ও ডামেনী নস্কর ই/৬১, ইস্ট রাজপুর, সন্দিমনী পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৭৫ এ/সি : ২২২২৫০০৫০০০০৬ প্রপার্টি আইডি : PUNBMHINMAYN	সমস্ত্রন বন্ধকরুত সম্পত্তি একটি ফ্ল্যাট (দক্ষিণ-পূর্বমুখী) যেটি কমবেশি ৫৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট। ফ্ল্যাটটি ২টি বেডরুম, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন, ১টি টয়লেট (ব্যাল্কন ফ্রোরে) আছে ও এটি ২ কাঠা ১ ছটাক ২৭ বর্গফুট জমির ওপর গড়ে ওঠা ৩ তলা বাড়িতে অবস্থিত এবং এটি মৌজা-টিভারে দক্ষিণ-পূর্বমুখী। সম্পত্তিটি হোল্ডিং নং- ১৪৮১, মুরুগপুর, জেরেত নং- ৮৪, চৌহিদ নং- ১৫৯, আরএস নং- ২২, এলাকার খতিয়ান নং- ৬০, এলাকার গ্রাম নং- ২৮/১২৭, থানা- নরেন্দ্রপুর (আগে সোনারপুর), মেয়োহর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৫২-তে অবস্থিত। সম্পত্তিটি ১৯.১১.২০১৮ তারিখে স্বাক্ষরিত ডিড নং- ।-১৬০৪৪-০৬৭৫২ (যেটি ডিএসআর-IV, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নথিভুক্ত) অনুযায়ী শ্রী মুম্বয় নস্করের নামে আছে। স্থান-অ: ২২.৪৯৩৮৬৫০, দ্রাঘি: ৮৮.৪১১৪০৫০	(ক) ১২.০৬.২০২৫ (খ) ৩১.০৫.২০২৫ তারিখের হিসাবে ১৩,৮৭,৫৫০.১১ টাকা + প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ (গ) ৩১.০৬.২০২৩ (ঘ) সিম্বলিক পজেশন (ডিএম অর্ডার প্রাপ্ত, পুলিশ কষ্ট জমা দেওয়া হয়েছে) (ঙ) যোগাযোগ : প্রসেনজিৎ চৌধুরি ৯৮৩১৩৬৮৯৫৪	ক) ১৩,৫৫,০০০/-টাকা খ) ১,৩৫,৫০০ /-টাকা (২৪.০৮.২০২৬ এর হিসাবে) গ) ১৫,০০০.০০/-টাকা (ঘ) ২৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা (ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাতব্য নয়
৬.	শাখা : সরশুনা (০৩৬৯২০) মেসার্স শঙ্কর স্টোর প্রপরেট- শঙ্কর কুমার পাল বন্ধকদার ও জামিনদার : কমলা পাল, ২১৩, সাতশো হেইল রোড, সরশুনা, কলকাতা- ৭০০০৬১, পশ্চিমবঙ্গ এ/সি : ০৬৩০২১০০০৯৬৯৪ প্রপার্টি আইডি : PUNBSANKARSTORE	সম্পত্তিটি একটি দোতলা আবাসিক বাড়ি, যেটি কমবেশি ৩ কাঠা ৪ ছটাক জমির ওপর রয়েছে। সম্পত্তিটি মৌজা- সরশুনা, জেরেত নং- ১৭, খতিয়ান নং- ৭৪৪, ১৬৬৪, দাগ নং- ১৫১৮, কলকাতা পুরসভা, জেমিসেস নং- ৬৮, রুকিতপাড়া রোড, মণ্ডিরতলা, থানা- সরশুনা, ওয়ার্ড নং- ১২৭, কলকাতা- ৭০০০৬১-তে অবস্থিত। সম্পত্তিটি ০৫.১২.১৯৬৯ সালে স্বাক্ষরিত ডিড নং- ।-৪৮৭৬, বুক নং- ।-, ভলুম নং- ৭৮, পৃষ্ঠা- ১৫৭-১৪১-তে নথিভুক্ত। সম্পত্তিটির মালিক তথা জামিনদার শ্রীমতী কমলা পাল (স্বামী- শিবেশ চন্দ্র পাল)। স্থান-অ: ২২.৪৭৫৬৮১, দ্রাঘি: ৮৮.২৬৮৭৪২	(ক) ১৭.০৬.২০২৩ (খ) ৩১.০৭.২০২৩ তারিখের হিসাবে ৯,২৫,৪৫০.১১ টাকা + প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ (গ) ০২.১১.২০২৩ (ঘ) সিম্বলিক পজেশন (ডিএম ইস্যুবিন হয়েছে) (ঙ) যোগাযোগ : অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি ৯৯৭৪১৭১৬৮৪	ক) ২৯,৪৭,০০০/-টাকা খ) ২,৯৪,৭০০ /-টাকা (২৪.০৮.২০২৬ এর হিসাবে) গ) ২৫,০০০.০০/-টাকা (ঘ) ২৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা (ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাতব্য নয়
৭.	শাখা : হাজরা মোড় (০২০৬৪০) সন্দীপ লাল ও মিসেস শ্রী সন্দীপ লালের অধিনস্ত উত্তরাধিকার ও শ্রীমতী ইশিথা লাল) ১৪৮/এ, বাজেইপাড়া লেন, থানা- বরানগর, কলকাতা- ৭০০০৩৫ এ/সি : ০১৩৬৪০০০৬৬৩১০ প্রপার্টি আইডি : PUNBSANDEEPLALL	বন্ধকরুত সমস্ত্রন্ন সম্পত্তিটি একটি দোতলা কনসিটেন্ট দক্ষিণ-পূর্বমুখী ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্ল্যাট (নং ৪/বি), যেটি কমবেশি ৭৫০ বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ও এটি উক্ত বিল্ডিংয়ের চারুর্থ ফ্লোর অবস্থিত। সম্পত্তিটি ১টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ১টি কিচেন, ২টি লাট্রাম কাম বাথরুম ও ১টি ব্যালকনি নিয়ে গড়েছে। সম্পত্তিটি মৌজা- কদম্বগাছি, চৌহিদ নং- ৩০২৭, জেরেত নং- ৬, আরএস নং- ৫, খতিয়ান নং- ২৩১, দাগ নং- ১০২৬ ও ১০২৭, জেরেত নং- ৬, আরএস নং- ৫, খতিয়ান নং- ২৩১, দাগ নং- ১০২৬ ও ১০২৭, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং- ১৩৩৮, বরানগর পুরসভা, ওয়ার্ড নং- ১৭ (পূর্ব)/৯ (নতুন), মেসিসেস নং- ১৩৮/এ, বাজেইপাড়া লেন, থানা- বরানগর, কলকাতা- ৭০০০৩৫-এ অবস্থিত। সম্পত্তিটির মালিক হচ্ছেন সন্দীপ লাল ও শ্রীমতী লাল (শ্রী সন্দীপ লালের অধিনস্ত উত্তরাধিকার ও শ্রীমতী ইশিথা লাল)। স্থান-অ: ২২.৪৫৩৫২৯, দ্রাঘি: ৮৮.৩৬৯৯৩৯	(ক) ১৮.০৬.২০২৫ (খ) ৩১.০৭.২০২৫ তারিখের হিসাবে ৮,৮৮,৫১৫.৩৫ টাকা + প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ সহ (গ) ৩১.১০.২০২৫ (ঘ) সিম্বলিক পজেশন (এসিসেপ্টেন্স অ